ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 010 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১০ ● কলকাতা ● ২৫ পৌষ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 169

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

রাস্তা বানিয়ে চলতে হচ্ছিল। অনেকবার রাস্তায় জলপ্রবাহ মিলত। কয়েক জায়গায় বড় পাথুরে জমির উপর কিছু চারাগাছ উৎপন্ন হয়েছিল যা সম্ভবতঃ জলজ উদ্ভিদ হবে, তাতে কোথাও কোথাও সাদা ফুলও দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমরা বাইরে এলাম। দুই বড় প্রস্তর ভূমির মধ্যে দিয়ে বাইরে আসার পরে লাগল- আমরা আমাদের দুনিয়াতে ফিরে এসেছি।

ক্রমশঃ

কোনও অন্যায় করিনি, আত্মরক্ষার অধিকার আছে: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের মুখে ইডির আইপ্যাক-অভিযানে উত্তপ্ত শীতের কলকাতা । ছুটে গিয়ে ফাইল, হার্ড ডিস্ক তুলে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তে বাধার অভিযোগে হাইকোর্টে গিয়েছে ইডি । পাল্টা FIR-এর পথে হেঁটেছে পুলিশ ।SIR নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন মমতা । তিনি বলেছেন, 'এসআইআর শুনানিতে ডেকে পাঠাচ্ছে, তথ্য নিয়ে রিসিপ্ট দিচ্ছে না, লিখে দিচ্ছে নট ফাউন্ডিং । কেন ৯০ বছরের বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে, লজ্জা করে না, জুমলা পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, ব্যাভিচারী পার্টি । বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলা হচ্ছে বাংলাদেশি, এদের ভোটে জিতেছেন, তাহলে কেন পদত্যাগ করবেন না? এখানে একটিও রোহিঙ্গা খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাহলে বাংলার ওপর হামলা কেন? নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট চুরি করে জিতেছে অন্য রাজ্যে, ঘেঁচু করবে নির্বাচন কমিশন । 'আইপ্যাক অফিসে ইডি হানার

এরপর ৬ পাতায়

কোর্টরুমে বিশৃঙ্খলা, রাগে এজলাস ছাড়লেন বিচারপতি, ১৪ জানুয়ারি পিছোল শুনানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা হাইকোর্টে আইপ্যাক মামলায় শুনানি শুরুর আগেই এজলাস থেকে বেরিয়ে গেলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সূত্রের খবর, কোর্টরুমে ঠাসা ভিড়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সে এমনই হট্টগোল শুরু হয় যে ক্ষোভে এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন বিচারপতি।উল্লেখ্য, এর আগেই বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিট ও আইপ্যাক দফতরে ইডির অভিযানের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল মুখ্যমন্ত্রীর করা নতুন অভিযোগ। অন্য দিকে, এই পুরো ঘটনা নিয়ে ইডির তরফে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করা হয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকেও পক্ষভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসও আলাদা মামলা করেছে, যাতে আইপ্যাক ও ইডিকে যুক্ত করা হয়েছে।শুনানির তারিখ পিছিয়ে হল ১৪ জানুয়ারি। আইপ্যাকের সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দফতর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ইডির তল্লাশি ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ও আইনি টানাপড়েন পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আদালতের দ্বারস্থ হয়। ওই মামলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। এর পাল্টা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই দুই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল।

তবে দুপুর ২টা ৩৮ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতির বদল হয়। এজলাসে বারবার সতর্ক করার পরও হইহট্টোগোল বন্ধ না হওয়ায় এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও ভিড় না কমায় বিচারপতি লিখিত নির্দেশে জানিয়ে দেন, ওই দিনের মতো মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে। ফলে শুক্রবার কোনও শুনানি হয়নি। আদালত জানায়, আগামী ১৪ জানুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। এ দিন এই মামলার জন্য কোনও লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল না।

বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হঠাৎই তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। একই সময়ে আর একটি ইডি দল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অবস্থিত আইপ্যাকের দফতরেও পৌঁছে যায়। বেআইনি কয়লা পাচার সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয় বলে জানা যায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে যান, তার পরে সল্টলেকের আইপ্যাক দফতরেও প্রবেশ করেন। অভিযোগ, ইডির তল্লাশি চলাকালীনই তিনি ভিতর থেকে একাধিক ফাইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ল্যাপটপ বাইরে বের করে আনেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থা তৃণমূলের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কৌশল হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দাবি করলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঠাকুরনগর: অভিষেক শুক্রবার বিকেলে ঠাকুরবাড়িতে এলেন। পুজো দিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল পুজো পর্ব। পুজো দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল এখানে এসে পুজো দেওয়া। তিনি এখানে রাজনীতি করতে আসেননি। মতুয়াদের উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে হাত নেড়ে সকলকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন থেকে বের হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রানাঘাটের কর্মসূচির পর শুক্রবার বিকেলে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মতুয়া ভাইয়ের নিঃস্বার্থ নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা। তারা যদি অবৈধ হন তবে আপনিও অবৈধ । আপনার সরকার কি কাজ করেছে তাঁর রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দাবি জানিয়ে বলেন তৃণমূল তাদের রিপোর্ট কার্ড বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে মতুয়াদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টিকে চক্রান্ত করেছে বিজেপি। এটা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে দাবি করেন অভিষেক। তার একটাই দাবি, মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিন, না হলে গদি ছাড়ুন। অভিষেকের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ঠাকুরবাড়িতে। অন্যদিকে বনগাঁর বিজেপি সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন পুজো দেওয়ার নাম করে ঠাকুরবাড়িতে এসে নাকাবন্দি করা হয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে শুক্রবার সকাল থেকেই শতাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে সাংসদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আনা হয়েছে কেন্দ্রীয়

এরপর ৩ পাতায়

ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন গঙ্গাসাগরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গঙ্গাসাগর : ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন গঙ্গাসাগরে। সাগরমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরের দিনই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই একাধিক অস্থায়ী ছাউনি। এদিন ভোররাতে ২ নম্বর স্নানঘাটে একাধিক অস্থায়ী ছাউনিতে আগুন দেখা যায়। মুহূর্তে আশেপাশের ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, সংবাদমাধ্যম এবং বজরং

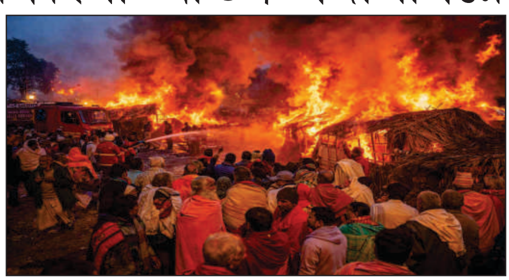

পরিষদের একাধিক অস্থায়ী শিবির।সহজ দাহ্য হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অস্থায়ী ছাউনিগুলি গ্রাস করে নেয় আগুন। মেলা উদ্বোধনের পর

এরপর ৩ পাতায়

ইডি-মমতা সংঘাত নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আই প্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশির ঘটনা ঘিরে সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে। এবার ইডির বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। পাল্টা ইডির তরফে বিবৃতিতে দাবি, মমতা বন্দোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের কর্মীরা জোর করে নথি ও বৈদ্যুতিন প্রমাণগুলি নিয়ে গেছেন।

সূত্রের খবর, তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দায়ের হয়েছে অভিযোগ। শেক্সপিয়র সরণি থানার অ্যাডিশনাল অফিসার ইনচার্জ শিবাদিত্য পালকে IO হিসেবে নিয়োগ, খবর সূত্রের। পুলিশসূত্রে খবর, শেক্সপিয়র সরণি থানায় জোড়া অভিযোগ দায়ের। বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানাতেও একটি অভিযোগ দায়ের।এই আবহে এবার মুখ খুললেন রাজ্যপাল।

এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'ইডি-র আইপ্যাক অভিযান সংঘাতের বিষয়ে সাধারণ মানুষ আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। আইনজীবীরাও এ-বিষয়ে আমার কাছে নানান অভিযোগ জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা তিনটি আইনি বিষয় তুলে ধরেছেন। প্রথমত, কোনও সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা দেওয়াটা ফৌজদারি অপরাধ। দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মচারীকে কাজ করার সময় হুমকি দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এক্ষেত্রে ২ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা ২ টিই হতে পারে। তৃতীয়ত, সাংবিধানিক পদাধিকারীদের কাজ সংবিধানকে রক্ষা করা। তিনি যদি সংবিধানকেই অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁর সেই পদে থাকার অধিকার নেই। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি। রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে সঠিক পদক্ষেপ নেব', ইডি-মুখ্যমন্ত্রী সংঘাত নিয়ে মন্তব্য রাজ্যপালের।

এদিকে, আইপ্যাক অভিযানে ধুন্ধুমার নিয়ে এবার CBI তদন্তের দাবি জানাল খোদ ED। হাইকোর্টে ED-র করা পিটিশনে পার্টি করা হয়েছে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী, DC সাউথ, পুলিশ কমিশনার, DG ও CBI-কে। গোটা ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক, দাবি ED-র। 'জোর করে, অবৈধভাবে যে জিনিসগুলি মুখ্যমন্ত্রী তুলে এনেছেন, সেগুলি ED-র হাতে তুলে দেওয়া হোক। ED-কে যেভাবে কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হোক'। ঘটনার CCTV ফুটেজ সংরক্ষণ করা হোক, হাইকোর্টে দাবি ED-র।

অন্যদিকে, আই প্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশির ঘটনা ঘিরে সংঘাত তুঙ্গে। তল্লাশিকাণ্ডে তুলকালামের পর জোড়া FIR মুখ্যমন্ত্রীর। এবার ED ও CRPF-এর অজ্ঞাতপরিচয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

(২ পাতার পর)

ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন গঙ্গাসাগরে

পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা চালু হয়ে গেছে। তারপরেই আজ ভোররাত থেকে এই বিপত্তি। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আধ ঘণ্টা থেকে ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের ২ টি ইঞ্জিন ও পাঁচটি ফায়ার ফাইটিং বাইক। কিন্তু, ছাড়নিগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন গঙ্গাসাগার পোস্টাল থানার পুলিশ, সাগরের বিডিও কানাইয়াকুমার রায় এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাগরের বিডিও কানাইয়াকুমার রায় সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা।পুণ্যার্থীদের জন্য এই যাত্রী শেডগুলি নয়। গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতি বছর যারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাঁদের জন্য প্রতিবছরই এখানে অস্থায়ী ছাউনি তৈরি হয়। এর মধ্যে পুলিশের ছাউনি রয়েছে, সংবাদমাধ্যমের ছাউনি, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কর্মী ও আধিকারিকরা যেখানে থাকেন, সেই ছাউনি রয়েছে। এনজিওর কাজ করে যারা বজরং পরিষদ (যারা মূলত নিখোঁজদের খুঁজে দেন) এবং খাবারের ব্যবস্থা করে এরকম বেশকিছু ক্যাম্প রয়েছে ২ নম্বর স্নানঘাট বরাবর। আজ ভোর ৪টে থেকে সাড়ে ৪টে নাগাদ প্রথম একটি ছাউনিতে আগুন লাগে। মূলত প্লাস্টিক, বাঁশ দিয়ে ছাউনিগুলি তৈরি হয়।

(২ পাতার পর)

ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দাবি করলেন অভিষেক

বাহিনী।

যদিও সাংসদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতেই পারে তবে তার নিজস্ব সিকিউরিটির জন্য সিআইএসএফ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তার বক্তব্যে আজ রাতে বলেন অভিষেক জেলায় গেছেন কর্মসূচি করতে ঠাকুরবাড়িতে গেছেন পুজো দিতে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে চারদিকে প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় ঠাকুরবাড়ি ও বড়মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুক্রবার ঠাকুরনগরে গিয়ে পুজো দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “এই মন্দিরে আসার অধিকার আমার রয়েছে। ২০২৩ সালে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তখন বাইরে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঠাকুর হরি চাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এর জবাব তুমি দেবে।যে আটকে ছিল সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরেছে ।মানুষ এসে মনের কথা বলবে। শ্রদ্ধা নিবেদন করবে ।এটাই বাংলার রীতি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পাশাপাশি মতুয়াদের প্রতি বঞ্চনার কথা তুলে সরব হন। মতুয়াদের ঠাকুরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন যারা মতুয়া ভাইদের এখন বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে ,ভোটে জিতে গিয়ে, তাদের পাশে কখনো দাঁড়ায়নি। তাঁদের নাম এক লক্ষ বাদ যেতে পারে বলে মন্তব্য করছে। তাঁরা কি করে ভোট চায় মতুয়াদের কাছে। যাদের মতুয়ারা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তারা এখন এইসব ভাষা বলছেন। আগামী দিন বনগাঁ ও রানাঘাট এলাকার মানুষ এর জবাব দেবে। মতুয়াদের এই বঞ্চনা যে নতুন নয় তা মনে করাতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসে যে কথা বলে গিয়েছিলেন তার একটা কথাও তিনি রাখেননি। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বড় জাগুলিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ হয়নি। কল্যাণী এইমস দেবেন বলেছিলেন, সেটাও সম্পূর্ণ হয়নি ।

সম্পাদকীয়

ED 'চোর'! থানায় অভিযোগ দায়ের খোদ মুখ্যমন্ত্রীর, বিপাকে কারা?

E D-র বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরকম ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি। গতকালের টানটান পরিস্থিতির পর এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার শেক্সপীয়র সরণি থানা এবং বিধাননগরের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় দুটি আলাদা আলাদা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য যে, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা। আর কাউকে দিয়ে করাতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই থানায় গিয়ে অভিযোগ করলেন।"

সব মিলিয়ে, ইডি অভিযান, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ এবং পাল্টা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে এই ঘটনার মোড় কোনদিকে যায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।গতকাল সকাল থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। দিল্লির একটি আর্থিক প্রতারণা মামলার সূত্র ধরে I-PAC-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের অফিস এবং লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। তল্লাশি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মা। আর ঠিক তার পরেই ঘটে এক নজিরবিহীন ঘটনা।

ইডি আধিকারিকরা যখন প্রতীক জৈনের বাড়ির ভিতরে নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন, ঠিক সেই সময় আচমকাই সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হন। তড়িঘড়ি করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর ঘটনা এই রাজ্যে আগে কখনও দেখা যায়নি। দীর্ঘ সময় তিনি ওই অফিসেই অবস্থান করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক সুজিত বসু এবং বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

সেই দিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইডি বেআইনিভাবে নিয়ে গিয়েছে। শুধু কাগজ নয়, ল্যাপটপ এবং মোবাইলে থাকা তথ্যও নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ যে, কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই এই কাজ করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার থানার দ্বারস্থ হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাশির ঘটনায় শেক্সপীয়র সরণি থানায় দুটি মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে অভিযোগকারী মুখ্যমন্ত্রী নিজে। অন্য মামলাটি পুলিশ নিজের উদ্যোগে দায়ের করেছে। মামলার অভিযোগে চুরি, জোর করে বাড়িতে প্রবেশ এবং ইলেকট্রনিক তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার মতো ধারা যুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার, সেক্টর ফাইভে অবস্থিত I-PAC (Indian Political Action Committee)-এর অফিস সংক্রান্ত অভিযোগ করা হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায়।

তবে, এই দুই অভিযোগেই কোনও নির্দিষ্ট ইডি আধিকারিক অথবা সিআরপিএফ জওয়ানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে বলেছেন, "একজন ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এফআইআর করছেন। নিজের পদের মর্যাদা অন্তত রক্ষা করা উচিত।" তাঁর দাবি যে, আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ে হারার ভয় থেকেই এরকম পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

নারায়ণের তিন স্ত্রী হলেন গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন, "তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি। হোক গে বসুমতী, যার খুশি তার"। কিন্তু 'অতি পবিত্রতার' কারণে গঙ্গা এবং বিদ্যাবত্তার কারণে সরস্বতী নারায়ণের হৃদয় জয় করতে অসমর্থ হলে বিষ্ণু তাঁদের দু'জনকে যথাক্রমে মহাদেব ও ব্রহ্মাকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রাজ্যপালকে বোমাতঙ্কে সচেতন লালবাজার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির ময়দানে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যপালের সঙ্গে এমনিতেই রাজ্যের সম্পর্ক বেশ তিক্ত। সেই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপালকে বোমায় উড়িয়ে দেবার হুমকি আসলো। সচেতন লালবাজার। বিস্তারিত খবর নিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গিয়েছে ওই মেইলে লেখা ছিল 'Will Blast Him', অর্থাৎ তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই মেইল পাওয়ার পরই প্রশাসনের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয় এবং রাজ্যপালের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়। বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের কাছে ওই হুমকি-ইমেলটি আসে। এরপর বিষয়টি জানানো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এরপরই রাতের মধ্যেই রাজ্যপালের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বর্তমানে রাজ্যপালের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য পুলিশ এবং সিআরপিএফ।

সূত্রের খবর, এই প্রথমবার নয়, এর আগেও একইভাবে

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নৈরাত্মা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

নৈরাত্মা, তিব্বতী চিত্র।

"এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং অপর পায়ের চেটো সেই পায়ের ঊরুতে সংলগ্ন থাকে। ইহাকে অর্ধপর্যঙ্কনৃত্যাসন বলা হয়" (বিনয়তোষ ৩৩)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তৃণমূল সাংসদদের টানা-হ্যাঁচড়া নিয়ে অবস্থান বদল শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যান শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপর থেকে নানা ইস্যুতে সভা, সমাবেশ, অবস্থান, ধর্না-সহ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাও আবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বহু সভা, সমাবেশ, ধর্না, বিক্ষোভ করার ক্ষেত্রে পুলিশের অনুমতি ছিল না। তাই সেখানে সভা-সমাবেশ করতে পুলিশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বারবার আদালতে গিয়েছেন।এছাড়া ইডির হানার প্রতিবাদে আজ পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে ইডির হানায় প্রতিবাদ মিছিলে পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হবে তৃণমূলের মিছিল। নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। মিছিল শেষ হবে হাজরা মোড়ে। আর তৃণমূল সাংসদরা যেখানে ধর্না বিক্ষোভ

দেখাচ্ছিলেন সেখানে তা করার অনুমতি নেই বলে জানায় দিল্লি পুলিশ। আর সেই দিল্লি পুলিশের ভাষাতেই এবার নিজের অবস্থান ব্যক্ত করলেন শুভেন্দু। আগামী দিনে এই অবস্থানেই হাঁটবেন তো শুভেন্দু? উঠছে প্রশ্ন।সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে শর্তসাপেক্ষে সভা-সমাবেশ করেছেন। এবার বিরোধী দলনেতার মুখেই শোনা গেল অন্য সুর। অনুমতি নিয়েই বিক্ষোভ দেখানো উচিত বলে দাবি করেছেন কাঁথির রাজপুত্র।

এদিকে গতকাল আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেকের অফিসে ইডি অভিযান চালায়। সেখানে পৌঁছে গিয়ে রণংদেহী মেজাজে সুর চড়িয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের নয়াদিল্লিতে প্রতিবাদের সময় দিল্লি পুলিশ তাঁদের টেনে-হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁদের চ্যাংদোলা করে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'অনুমতি ছাড়াই বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিলেন।'

অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর আজ যা বলছেন তাতে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। এক, তিনি কবে পুলিশের অনুমতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন? দুই, পুলিশের কোন কথা শুনেছিলেন শুভেন্দু? তিন, একাধিক থানায় ঢুকে পুলিশকে কেন শাসিয়েছিলেন? চার, পুলিশকে চটি-চাটা তকমা কেন দেন শুভেন্দু? পাঁচ, বিজেপির নেতারা পুলিশকে উর্দি খুলে মারধরের নিদান দেন। তখন কেন প্রতিবাদ করেন না শুভেন্দু? সেখানে আজ তিনিই বলছেন, 'অনুমতি ছাড়াই বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিলেন।' অনুমতি নিয়ে কোনও বিক্ষোভ হয় কি? এই প্রশ্নও এখন উঠতে শুরু করেছে। কারণ পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আদালতে যান শুভেন্দু নিজেই।

(৪ পাতার পর)

রাজ্যপালকে বোমাত্মঙ্কে সচেতন লালবাজার

রাজ্যপালকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার হুমকির ভাষা আরও গুরুতর হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার তিনি কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই রাস্তায় হাঁটবেন। তাঁর কথায়, কলকাতার সাধারণ মানুষের উপর তাঁর ভরসা রয়েছে এবং তাঁরাই তাঁকে নিরাপত্তা দেবেন।উল্লেখ্য, রাজ্যপাল বর্তমানে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপাল আগেও একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যের উন্নতির জন্য কী কী প্রয়োজন, তা তুলে ধরে একটি ইস্তেহারও প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যপালের দাবি, এই উদ্যোগের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর সাঙ্গে পা মেলালেন দেব থেকে রচনা সহ সমস্ত সাংসদ বিধায়করা

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের অফিসে ইডির হানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল এবার মহানগরীর রাজপথে। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে হাজরায় মিছিল শেষ হয়। মিছিল শুরুর আগে তৃণমূল সভানেত্রী বলেন, "আপনাদের সমর্থন বাংলার মানুষকে সারা বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ দেব, হুগলির তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জি,জুন, সায়নী, বিধায়ক সোহম, লাভলি-সহ তৃণমূলের অন্য সাংসদ, বিধায়কেরা। ছিলেন টেলি-টলি তারকা-সৌমিতৃষা, ভিভান, রণিতা, সুভদ্রারা। বিকেল ৩টে নাগাদ যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু করেন মমতা। শুরু করার আগে যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই অঞ্চলের সকল নাগরিকবৃন্দকে, মা-মাটি-মানুষকে প্রণাম, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের সমর্থন বাংলার মানুষকে সারা বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

কেন প্রতিবাদ মিছিল? তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "দিল্লির বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অপমান, অসম্মান, ২ কোটি মানুষের ভোট কেটে দেওয়া হচ্ছে, অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে- তার বিরুদ্ধে রাস্তাই আমাদের রাস্তা। এটা নেতাজির কথা।" তাঁর কথায়, "যাদবপুরের মাটি লড়াইয়ের মাটি। উদ্বাস্তুদের মাটি।" মিছিল শুরুর আগে মমতা যাদবপুরের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান। বলেন, "আপনাদের সমর্থন বাংলার মানুষকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দিল্লির লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অত্যাচার, অপমান, অসম্মান। বাংলার মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে রাস্তাই রাস্তা দেখাবে। যাদবপুরের মাটি লড়াইয়ের মাটি। এরপর জনস্রোতে এগিয়েছে মিছিল। জননেত্রীকে সমর্থন জানাতে রাস্তার দু'পাশে অগণিত মানুষের ভিড় করেছিলেন।

(১ম পাতার পর)

কোনও অন্যায় করিনি, আত্মরক্ষার অধিকার আছে: মমতা

প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গেই হাঁটলেন অভিনেতা দেব থেকে শুরু করে সোহম, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, কাঞ্চন মল্লিক, সায়নী ঘোষ, লাভলি মৈত্র-র মতো অভিনয় জগতের কলাকুশলীরাও ।সেখান থেকে মমতা বলেন, 'অভিষেক গেছে মিটিং করতে, এত ভিতুর দল, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে দখল করে রেখে দিয়েছে । প্রধানমন্ত্রী মিটিং করলেও তো পুলিশ থাকে। আমি যা করেছি, কোনও অন্যায় করিনি, আমার আত্মরক্ষার অধিকার আছে । তুমি বিএলএ-ওয়ান, বিএলএ-টুর তথ্য, সমস্ত ডেটা চুরি করেছ ।তোমরা ৬টায় গিয়েছো, আমি গেছি ১১টার পর, আগে সমস্ত চুরি করেছে ।'

এরপরই মমতা বলেন, 'ফোন করার পর না ধরায় সন্দেহ হয়, দলই যদি রক্ষা না হয় তাহলে দল করব কী করে? কানকাটা বিজেপির দল ভুলে গেছে, ২০১৪ সালে আইপ্যাক নরেন্দ্র মোদির হয়ে কাজ করেছিল, নীতীশ কুমার, জগন রেড্ডির সঙ্গে কাজ করেছিল । প্রশান্ত কিশোর নতুন দল করায় এখন প্রতীক দেখে । আমাদের একটাই আইটি, বিজেপির অনেক, এখন কত অহঙ্কার ।'

মিছিলের শেষে হাজরার মঞ্চ থেকে মমতার আক্রমণ, 'দাঙ্গাকারী ক্ষমতায় থাকলে আপনারা কী আশা করবেন ? গুজরাতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হারিন পান্ডে আজ পর্যন্ত নিখোঁজ। হাথরস, উন্নাও সব ভুলে গেছেন, শুধু পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশকারী ।'

সাধারণ পরিষদের ভোট হারাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র: জাতিসংঘ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগ এনে জাতিসংঘসহ ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের ঘোণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ঘোষণার পর কড়া জবাব দিয়েছে জাতিসংঘ।

সংস্থাটি জানিয়েছে, জাতিসংঘকে চাঁদা দেওয়া কোনো দয়া নয়, বরং এটি যুক্তরাষ্ট্রের 'আইনি বাধ্যবাধকতা'। যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে বাধ্য। পাওনা পরিশোধ না করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তার ভোটাধিকার হারাতে পারে।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট এবং শান্তিরক্ষা বাজেটে মূল্যায়নকৃত অবদান নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

তিনি বলেন, জাতিসংঘ সনদের নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য দেশকে তাদের নির্ধারিত চাঁদা দিতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রও এর বাইরে নয়। এটা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইন। তিনি আরও জানান, আমেরিকা অর্থ দেওয়া বন্ধ করলেও জাতিসংঘ বসে থাকবে না। যারা এই সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভরশীল, তাদের সেবা দিয়ে যাবে তারা।

বর্তমানে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ (২২ শতাংশ) দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাটির কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বকেয়া পড়ে আছে প্রায় ১৫০ কোটি ডলার। জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দেশ যদি দীর্ঘ সময় চাঁদা না দেয়, তবে তারা সাধারণ পরিষদে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার হারাবে।

দ্বিতীয় মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির জন্য কোটি কোটি ডলার মূল্যের সাহায্য এবং তহবিল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের মতো অন্যান্য দেশও তাদের মানবিক তহবিল খতিয়ে দেখছে, কিছু দেশ তহবিল সামরিক ব্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যে সিনেমায় সালমান ১ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন, জানালেন শৈলেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। তবে ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ফির মিলেঙ্গে' সিনেমায় একজন এইচআইভি পজিটিভ যুবকের চরিত্রে অভিনয় করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি।

সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এ সিনেমার প্রযোজক শৈলেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, জনসচেতনতামূলক এ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সালমান পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়েছিলেন মাত্র ১ টাকা।

সালমান খানের ব্যক্তিগত জীবন ও মেজাজ নিয়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে, ঠিক তেমনই তার দানশীলতা ও মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি প্রশংসিত হন। তার নিজস্ব দাতব্য সংস্থা 'বিং হিউম্যান' দীর্ঘ বছর ধরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। 'ফির মিলেঙ্গে' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রতীকী হিসেবে

১ টাকা গ্রহণ, সেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

শৈলেন্দ্র সিং বলেন, সেই সময়ে বলিউডে এইচআইভি বা এইডসের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বড় তারকারা যখন পর্দায় নিজেদের নায়কসুলভ ভাবমূর্তি ধরে রাখতে ব্যস্ত থাকতেন, তখন সালমান সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এ চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হন। মূলত এই রোগ নিয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যেই তিনি কাজটি করেছিলেন।

প্রযোজক বলেন, সালমান যেখানে তৎকালীন বলিউডের সুপারম্যান, সেখানে তিনি এমন এক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার পরিণতি ছিল মৃত্যু। সাধারণত জনপ্রিয় নায়করা সিনেমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় চরিত্রে দাপটের সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু সালমান নিজের 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজের কথা চিন্তা না করে কেবল মহৎ উদ্দেশ্যে সিনেমাটি করেছিলেন বলে জানান শৈলেন্দ্র সিং।

প্রকাশ্যে আসলো বিজয়-রাশমিকার বিয়ের তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমার দুই সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রাশমিকা মান্দানা অবশেষে তাদের দীর্ঘদিনের ভালোবাসাকে পরিণয়ের মোড়কে বাঁধছেন।

গত অক্টোবরে হায়দরাবাদে বিজয়ের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের উপস্থিতিতে বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও বাগদানের কোনো ছবি প্রকাশ্যে আসেনি, দুজনের আঙুলে থাকা এনগেজমেন্ট রিং থেকেই বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। বিজয়ের টিম ইতিমধ্যেই জানিয়েছিল, বাগদান সম্পন্ন হয়েছে এবং বিয়ে হবে ২০২৬ সালে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের

উদয়পুরের একটি ঐতিহাসিক রাজকীয় প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হবে এই তারকাবহুল বিয়ে। অনুষ্ঠান হবে একান্ত ব্যক্তিগত, যেখানে উপস্থিত থাকবেন শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনরা। তবে বিয়ের পরপরই হায়দরাবাদে ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের জন্য আলাদা উদযাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

সম্প্রতি রাশমিকার 'দ্য গার্লফ্রেন্ড' সিনেমার সাফল্য উদযাপনে দুজনের প্রকাশ্য ভালোবাসার মুহূর্ত দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। একটি অনুষ্ঠানে বিজয় রাশমিকার হাত ধরে চুম্বন করেন এবং রাশমিকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান, যা তৎক্ষণাৎ আলোচনার জন্ম দেয়।

উল্লেখ্য, রাশমিকার জীবনে এটি দ্বিতীয়বারের মতো বাগদান থেকে বিয়ের পথে এগোনো। ২০১৭ সালে অভিনেতা রক্ষিত শেঠির সঙ্গে তার বাগদান হয়েছিল, যা ২০১৮ সালে ভেঙে যায়। বিজয় ও রাশমিকার বয়সের ব্যবধান সাত বছর, রাশমিকার জন্ম ১৯৯৬ সালে এবং বিজয়ের ১৯৮৯ সালে। সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের দক্ষিণী শোবিজের সবচেয়ে আলোচিত ও প্রতীক্ষিত বিয়ের তালিকায় এই জুটির নাম শীর্ষে থাকবে।

'প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখেনি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন বছরের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে বিষাদ ও প্রাপ্তির হিসাব মেলালেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তার জন্য ফেলে আসা ২০২৫ সালটি ছিল এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতির।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, এখনও প্রতিদিন মায়ের কথাই মনে পড়ে। ভাবতেই পারি না যে মানুষটা নেই। আর কোনোদিন দেখতে পাব না।

'সে যন্ত্রণাটা যখনই উপলব্ধি করি কষ্ট হয়। ভেঙে যায় ভিতরটা। তবে বছরের শেষ দিনটা এবার ভিয়েতনামে পরিবারের সঙ্গে কাটাব। একরাশ আশা নিয়ে যাতে এভাবেই বেঁধে বেঁধে থাকতে পারি।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, '১৪ বছর পরে শর্মিলা ঠাকুরের এভাবে বাংলায় কাজ, আশা করেছিলাম স্বীকৃতি পাবে। মাঝেমধ্যে মন খারাপও হয়েছে। খুব কাছ থেকে অনেক মানুষের জন্য ভেবেছি, কিছু করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই কথা রাখেনি এমন অভিজ্ঞতার সংখ্যাও নেহাতই কম নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'ভালো যা কিছু হবে সাদরে গ্রহণ করে নেব। আর ভালো ভালো কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য যেন ভালো কিছু করতে পারি। চারপাশের পরিবেশ খুব সেনসিটিভ।'

টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ড হোল্ডারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছরজুড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার নতুন রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে সোমবার ২৪ রানে ২ উইকেট শিকার করার মধ্য দিয়ে ২০২৫ সালে নিজের উইকেট সংখ্যা নিয়ে যান ৯৭-এ। এর ফলে আগের রেকর্ডধারী আফগানিস্তানের রশিদ খানকে ছাড়িয়ে যান হোল্ডার।

২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ মিলিয়ে মোট ৬৯টি ম্যাচ খেলেছেন হোল্ডার। ২১.৪২ গড়ে এবং ৮.৩০ ইকোনমি রেটে তিনি শিকার করেছেন ৯৭ উইকেট। এর মধ্যে ছয়টি ম্যাচে নিয়েছেন চার উইকেট করে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বার্বাডোজ রয়্যালসের হয়ে তার সেরা বোলিং ফিগার ৪ উইকেট ১৪ রানে।

এর আগে ২০১৮ সালে রশিদ খান এক পঞ্জিকাবর্ষে ৯৬ উইকেট নিয়ে দীর্ঘদিন এই রেকর্ড ধরে রেখেছিলেন। টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে এক বছরে ৯০-এর বেশি উইকেট নিতে পেরেছেন কেবল এই দুই বোলারই।

পেসারদের মধ্যে এক বছরে ৮০-এর বেশি উইকেট নেওয়ার কীর্তি আছে মাত্র দুজনের জেসন হোল্ডার ও তার স্বদেশি ডোয়াইন ব্রাভো। ব্রাভো ২০১৬ সালে ৭১ ইনিংসে নিয়েছিলেন ৮৭ উইকেট।

২০২৫ সালে হোল্ডার খেলেছেন ছয়টি দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, খুলনা টাইগার্স, লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স এবং সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস।

বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও আলো ছড়িয়েছেন হোল্ডার। ২০২৫ সালে টি-টোয়েন্টিতে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৮৪৬ রান। গড় ২৪.১৭ হলেও ১৫৯.৯২ স্ট্রাইকরেট ছিল তার ক্যারিয়ারের এক বছরের সেরা।

বিগ ব্যাশ ছেড়ে দেশে ফিরছেন আফ্রিদি

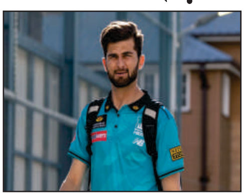

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে চোটে পড়েছেন পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। হাঁটুর চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় চলমান বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল) ছেড়ে দেশে ফিরে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

ব্রিজবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়ে গত শনিবার অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পান আফ্রিদি। দ্বিতীয় ইনিংসে নিজের চতুর্দশ ওভার করার সময় তাকে খোঁড়াতে দেখা যায় এবং ডান হাঁটুর দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। ওই চোটের কারণেই টুর্নামেন্টের বাকি অংশে তার খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আফ্রিদি নিজেই চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি লেখেন, 'আমাকে অগাধ ভালোবাসা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য ব্রিজবেন হিট দল এবং সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চোটের কারণে পিসিবি আমাকে দেশে ফিরে পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যেতে বলেছে। আশা করি খুব দ্রুত মাঠে ফিরতে পারব। এর মাঝে দলকে সমর্থন করে যাব।'

ব্রিজবেন হিট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুধবার অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে দলের সঙ্গে অ্যাডিলেইড থেকে ফেরার পর আফ্রিদির শারীরিক অবস্থার আরও মূল্যায়ন করা হবে। এরপরই তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশে অস্ট্রেলিয়া ছাড়তে পারেন।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ১০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তান তাদের অভিযান শুরু করবে। বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান, যেখানে দলে রাখা হয়নি আফ্রিদিকে।

প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশ খেলতে নেমে খুব একটা সফল হতে পারেননি আফ্রিদি। চার ম্যাচে মাত্র দুটি উইকেট নিয়েছেন তিনি, ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ১১.১৯।

শ্রীলঙ্কার বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেলেন মালিঙ্গা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার লাসিথ মালিঙ্গাকে স্বল্প মেয়াদি ফাস্ট বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। মঙ্গলবার এসএলসির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মালিঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এবং চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত।

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পরও মালিঙ্গাকে সাদা বলের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা বোলার হিসেবে গণ্য করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার ৫০০-এর বেশি উইকেট রয়েছে। ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কা একমাত্র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতেছিল মালিঙ্গার নেতৃত্বে।

মালিঙ্গার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারও দারুণ উজ্জ্বল। শ্রীলঙ্কার হয়ে ৮৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১০৭টি উইকেট নেন তিনি। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও তার অভিজ্ঞতা অসাধারণ; মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ১২২ ম্যাচে ১৭০ উইকেট তার অর্জন। বর্তমানে তিনি পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা তাদের অভিযান শুরু করবে ৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। 'বি' গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও ওমান।

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা ৭ জানুয়ারি থেকে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে এবং এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR